বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

খাদ্য অধিদপ্তর

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি' বৃহৎ ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কৃষকের উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান এবং হতদরিদ্রদের মাঝে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণের কাজে নিয়োজিত। এ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে প্রতিটি অর্থবছরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অবহিতকরণের নিমিত্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রতি বছরের ন্যায় খাদ্য অধিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরসহ দীর্ঘ মেয়াদী তথ্য লেখচিত্র ও ছক আকারে সন্নিবেশিত হওয়ায় তা সহজে বোধগম্য হয়েছে; যা ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

যুগোপযোগী কৌশল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম সংস্কার, নতুন গুদাম নির্মাণ ও আধুনিক সাইলো নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে সরকারের খাদ্য মজুতের সক্ষমতা ৩০ লাখ মে.টনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। দেশে ব্যাপকভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সফটওয়্যার প্রস্তুতির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট খাদ্য বিভাগ জন্মলগ্ন থেকে দরিদ্র জনগণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত ‘খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী’ বাস্তবায়ন করছে। দেশের হতদরিদ্র মানুষের জন্য ‘শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ’ শ্লোগানযুক্ত ১০ টাকা কেজি দরে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে চাল দেয়ার এ কর্মসূচী জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে আগামী ২০২০ সনে 'মুজিব বর্ষ' কে সামনে রেখে ১০০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

আশাকরি এ প্রতিবেদনটি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তথা সকল অংশীজনকে সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আমাদের কথা

সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত গড়ে তোলা এবং বাজারে খাদ্য শস্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে মূল্য সঠিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (Sustainable Development Goals-SDGs) বাস্তবায়ন করে চলছে। খাদ্য অধিদপ্তর SDG এর লক্ষ্য ০১ ও ০২ তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা মুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুধা দূরীকরণ ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে খোলা বাজারে চাল ও আটা বিক্রি এবং দরিদ্রদের মাঝে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে পুষ্টিচালের পরিধি বৃদ্ধি করে ভিজিডির পাশাপাশি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীতে পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিবছর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ ও বিতরণ এবং খাদ্য বিভাগীয় স্থাপনাসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্য স্থান পেয়েছে। মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রতিবেদন প্রকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করায় খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(পরিমল চন্দ্র সরকার)
পরিচালক
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

প্রকাশক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর,২০১৯

স্বত্ব
খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	**৪-৫**
	সারণী তালিকা	**৬**
	লেখচিত্র তালিকা	**৬**
	আলোকচিত্র তালিকা	**৭**
১.০	**ভূমিকা**	**৮**
	১.১ সারসংক্ষেপ **(২০১৮-১৯)**	**৯**
২.০	**সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী**	
	২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	**১০**
	২.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	**১১**
৩.০	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন**	
	৩.১ প্রশাসন বিভাগঃ	**১৩**
	৩.১.১ সংস্থাপন শাখাঃ	**১৩**
	৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়কঃ	**১৫**
	৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ	**১৫**
	৩.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখাঃ	**১৫**
	৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি):	**১৬**
	৩.২ প্রশিক্ষণঃ	**১৭**
৪.০	**খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৮-১৯)**	
	৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	**১৮**
	৪.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	**১৯**
	৪.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	**১৯**
	৪.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	**২০**
৫.০	**সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা**	
	৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**২১**
	৫.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	**২১**
	৫.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ	**২১**
	৫.১.৩ বেসরকারি আমদানি	**২২**
	৫.১.৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	**২২**
	৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ	
	৫.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	**২২**
	৫.২.২ আর্থিক খাত	**২২**
	৫.২.৩ অ-আর্থিক খাত	**২৩**
	৫.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	**২৪**

সূচিপত্র

	৫.৩	**খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মুজত ব্যবস্থাপনা**	
		৫.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন	**২৫**
		৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুত	**২৭**
		৫.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান	**২৮**
		৫.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়	**২৮**
		৫.৩.৫ রেল সাইডিং মেরামতঃ	**২৮**
	৫.৪	পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	**২৯**
		৫.৪.১ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	**২৯**
		৫.৪.২ নতুন লিফট ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৩ ময়েশ্চার মিটার ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৪ কীটনাশক ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৫ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৬ আনলোডার ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৭ কাঠের ডানেজ ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৮ ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়	**২৯**
		৫.৪.৯ স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	**৩০**
		৫.৪.১০ নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজ	**৩০**
৬.০	**উন্নয়ন**		
	৬.১	সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	**৩১**
	৬.২	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প	**৩১**
	৬.৩	সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	**৩১**
৭.০	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম**		
	৭.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা	**৩২**
		৭.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	**৩২**
		৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	**৩২**
	৭.২	নিরীক্ষা	**৩৩**
		৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	**৩৩**
		৭.২.২ অভ্যনরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন	**৩৩**
		৭.২.৩ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরি	**৩৪**
	৭.৩	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগ	**৩৪**
		৭.৩.১ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য গৃহীত কার্যক্রম	**৩৫**
		৭.৩.২ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি	**৩৫**
৮.০	**আইসিটি কার্যক্রম**		
	৮.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট	**৩৬**
	৮.২	ইনোভেশন কার্যক্রম	**৩৭**
৯.০	**খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব**		
	৯.১	খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন	**৩৮**
	৯.২	বৈশ্বিক উষ্ণতা ও খাদ্য নিরাপত্তা	**৩৮**
১০.	**শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)**		**৩৯-৪০**

সারণীর তালিকা

সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	১২
০২	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	২০
০৩	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানির তুলনামূলক চিত্র	২২
০৪	পিএফডিএস খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	২৩
০৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর	২৪
০৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ	২৫
০৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমান	২৬
০৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ	২৭
০৯	ব্যয় বাজেট (২০১৮-১৯)	৩২
১০	প্রাপ্তি বাজেট (২০১৮-১৯)	৩২
১১	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০১৮-১৯)	৩২
১২	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম	৩৩
১৩	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যাবলী ও বার্ষিক প্রতিবেদন	৩৪
১৪	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	৩৫
১৫	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় ও স্থাপন	৩৬
১৬	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকা	৩৭

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	১৩
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য:	১৪
০৩	বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য	১৬
০৪	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর তথ্যাদি	১৬
০৫	২০১৮-১৯ অর্থবছর খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি	১৮
০৬	মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	১৯
০৭	খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	২০
০৮	গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	২০
০৯	পিএফডিএস খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	২৪
১০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর	২৪
১১	সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা	২৫
১২	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ	২৬
১৩	খাদ্যশস্যের পরিবহণ ব্যয়	২৭
১৪	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য	২৮
১৫	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	৩৫

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে চাল ও আটা বিক্রয়	২৩
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট	৩৭
০৩	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইনোভেশন শোকেসিং কার্যক্রম	৩৮
০৪	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম।	৪২
০৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১.০৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প।	৪২
০৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আমন চাল সংগ্রহ কার্যক্রম।	৪২
০৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ওএমএস কার্যক্রম।	৪৩
০৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হতদ্ররিদ্রের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রম।	৪৩
০৯	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন মেলা কার্যক্রম	৪৩

সারসংক্ষেপ
(২০১৮-১৯)

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারী সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারী খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

দেশে সরকারীভাবে ২১.০৫ লাখ মে.টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ও সাইলো রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় প্রায় ১০,০০০ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার লক্ষ্যে বোরো, আমন, গম মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা মজুত করা হয়। এছাড়া চাহিদার তুলনায় দেশে গম উৎপাদন কম হওয়ায় সরকারীভাবে গম আমদানি করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ৩৬২.৭৯ লাখ মে.টন চাল এবং ১০.৯৯ লাখ মে. টন গম উৎপাদিত হয়। এ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক ১.০৫ লাখ মে. টন ধান, ২৩.০১ লাখ মে. টন চাল ও ০.৩৯ লাখ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারীভাবে ০.১৫ লাখ মে.টন চাল আমদানি করা হয় এবং ৩.৮১ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। বেসরকারীভাবে ১.৩৫ লাখ মে.টন চাল এবং ৫১.৫৫ লাখ মে. টন গম আমদানি করা হয়। সরকারী ও বেসরকারীভাবে সর্বমোট ১.৫০ লাখ মে. টন চাল এবং প্রায় ৫৫.৩৬ লাখ মে. টন গম আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দেশে সর্বমোট প্রায় ৫৬.৮৬ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি করা হয়।

অপরদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ২৫.১৯ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ২০.৭৩ লাখ মে. টন এবং গম ৪.৪৬ লাখ মে. টন ।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেল পথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ৫.৬৬ লাখ মে. টন এবং গম ৬.৬১ লাখ মে. টন। রেল পথে ৬.২৬%, নৌ পথে ৩৭.২৪% এবং সড়ক পথে ৫৬.৫০% খাদ্যশস্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারী গুদামে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ১৫.৭৫ লাখ মে. টন এবং সর্বনিম্ন ১১.৩৪ লাখ মে. টন। এ অর্থবছরে দেশে চালের বাজার দর স্থিতিশীল থাকলেও গমের বাজার দর উর্ধ্বমূখী ছিল। সিদ্ধ চালের রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/১৮ মাসের তুলনায় জুন/১৯ মাসে থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ১০%, ১৪% ও৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভিয়েতনাম (আতপ)তা প্রায় ৭% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের লাল নরম গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে, ইউক্রেনীয় গমের মূল্য অপরিবর্তিত ও রাশিয়ান মিলিং গমের মূল্য ১% হ্রাস পেয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৮টি এবং ৫০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৭৩টি ও ১০০০ মে. টন ধারণক্ষমতার ২০টি গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে ৩টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগবে, পরিবর্তন আসবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের সহযোগিতায় মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ব হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

১.০ ভূমিকা

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ''বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ'' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৪ সালের ৪২ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৯ সালের ১৬৮ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২ সালের ৯৬ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দু'টি বিভাগকে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। এখন খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি স্বতন্ত্র ও জনগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হওয়া এবং আবাদযোগ্য জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তূকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক ও প্রযুক্তি সুলভ ও সহজলভ্য করায় ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশ খাদ্যে, বিশেষত চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে এখনও জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র ও আয় বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ফলে, জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ও সামাজিক স্তর বিন্যাস ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগকালীন সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত ৬ মে,২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পাঁচ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন হয়। ইতোমধ্যে উপকারভোগীদের মধ্যে মোট ৩,৯০,০০০ টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ধারণক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

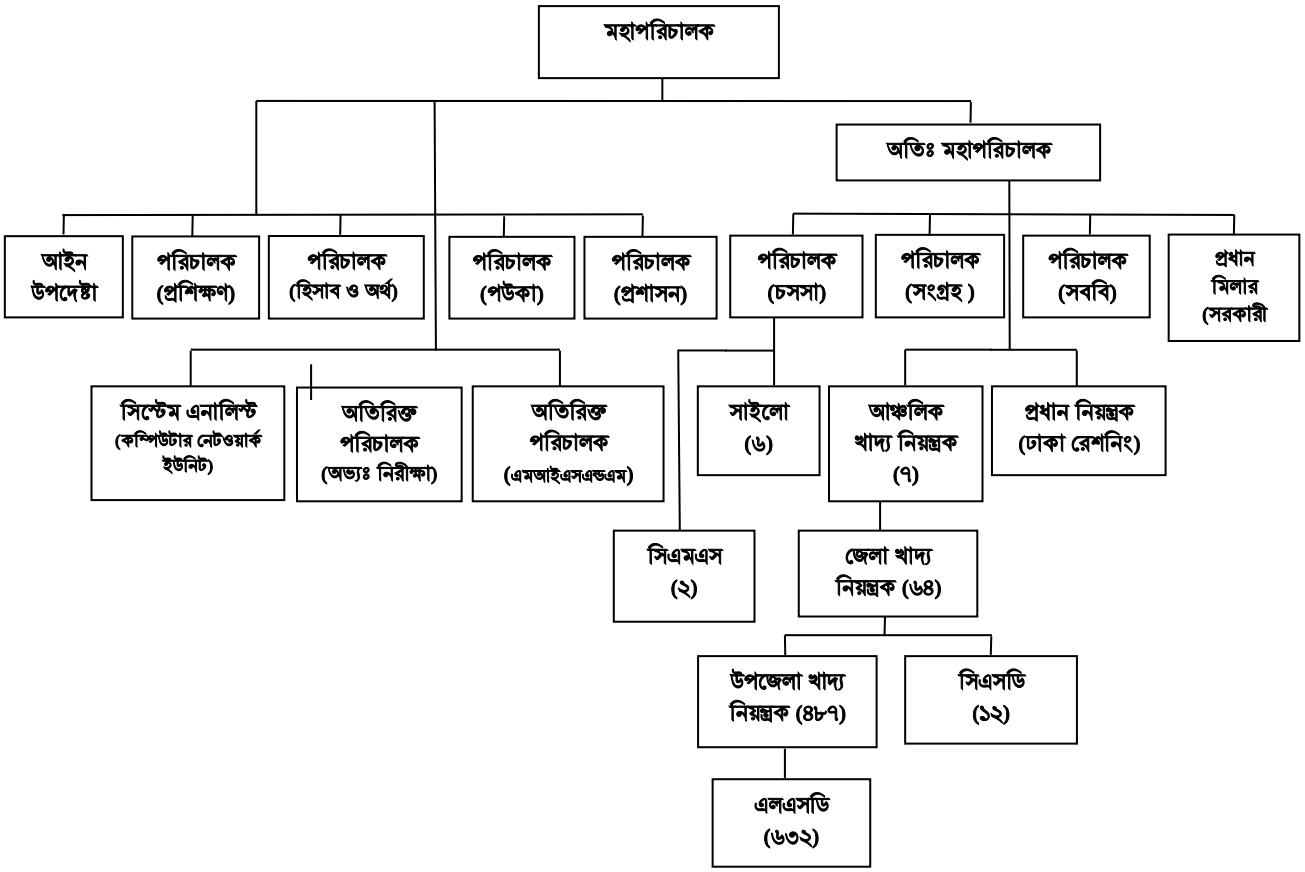

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের

কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

২.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা পূরণ করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুতও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন কারা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- এ অধিদপ্তেরর উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

সারণী ০১: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
০১।	মহাপরিচালক	১
০২।	অতিঃ মহাপরিচালক	১
০৩।	আইন উপদেষ্টা	১
০৪।	পরিচালক	৭
০৫।	প্রধান মিলার	১
০৬।	অতিঃ পরিচালক	৮
০৭।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	১
০৮।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৮
০৯।	সাইলো অধীক্ষক	৫
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক/উপ-পরিচালক(কারিগরী)/সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক	১০২
১১।	রক্ষণ প্রকৌশলী	৬
১২।	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো)	৭১
১৩।	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহঃ পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহঃ প্রধান মিলার	২৪
১৪।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১৫।	প্রোগ্রামার	১
১৬।	সহঃ প্রোগ্রামার	৩
১৭।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৪৬
১৮।	আরএমই	৬
১৯।	২য় শ্রেণী	১,৭৫৭
২০।	৩য় শ্রেণী	৫,৪১৬
২১।	৪র্থ শ্রেণী	৫,৬১০
	মোট জনবল	১৩,৬৭৬

উৎসঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

৩.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৩.১ প্রশাসন বিভাগঃ

৩.১.১ সংস্থাপন শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে। মঞ্জুরীকৃত পদের মধ্যে অকার্যকর বিভিন্ন স্থাপনায় পদের সংখ্যা ২০৮০। কার্যকর স্থাপনায় মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ১১,৫৯৬, যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭,৮৬৮ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলোঃ

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ	মঞ্জুরীকৃত পদের মধ্যে অকার্যকর স্থাপনায় পদের সংখ্যা	কার্যকর স্থাপনায় মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত	কার্যকর স্থাপনায় শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা(২য় হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৬	০	২৩৬	১০০	১৩৬
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৫৭	১৯	৬৩৮	৪৯০	১৪৮
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৫৭	৩৪৬	১৪১১	১১৫৪	২৫৭
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪১৬	৩৭৪	৫০৪২	২২২১	২৮২১
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১০	১৩৪১	৪২৬৯	৩৯০৩	৩৬৬
মোট=	১৩৬৭৬	২০৮০	১১৫৯৬	৭৮৬৮	৩৭২৮

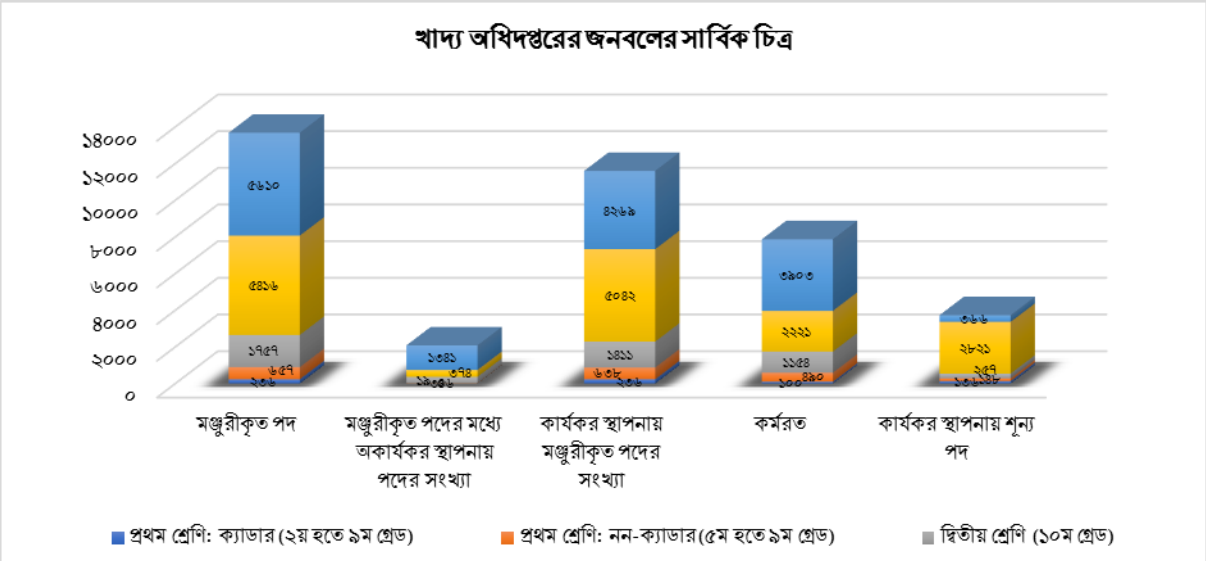

খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণির ক্যাডারপদে ৩৬তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১১ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে ও ০৬ জনকে সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০১ জনকে সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে নিয়োগ করা হয়েছে।৩৬তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে খাদ্য পরিদর্শক (২য় শ্রেণি) পদে ১২০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তম্মধ্যে ৮৭ জন যোগদান করেছেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার) পদে ৩৭তম বিসিএস হতে ৫২ জনকে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (নন-ক্যাডার, ১ম শ্রেণি) হতে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সমমান পদে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জনকে চলতি দায়িত্ব/পদোন্নতির প্রদানের লক্ষ্যে ৪৮ (আটচল্লিশ) জনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য পরিদর্শক/সমমান পদ হতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান পদে পদোন্নতির লক্ষ্যে ৩৫ জনের প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩৭তম, ৩৮তম ও ৪১ তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার,২য় শ্রেণী নন-ক্যাডার শূণ্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির **সাধারণ (ক্যাডার)**	১ম শ্রেণির ক্যাডার **কারিগরী**	২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার
৩৭ তম বি.সি.এস	-	-	৭৫টি
৩৮ তম বি.সি.এস	৫ টি	২ টি	-
৪১ তম বি.সি.এস	৮টি	৫টি	-
মোট=	১৩ টি	৭ টি	৭৫টি

খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি কোটায় ৩য় শ্রেণীর ১১৩৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণী ২৭ টিসহ মোট ১১৬৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৮৮৩জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্যঃ

ক্র. নং	**যে পদ হতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)**	**যে পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)**	**পদোন্নতির সংখ্যা**
১.	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	২৯১
২.	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	খাদ্য পরিদর্শক	২৮৭
৩.	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	৬৩
৪.	স্প্রেম্যান/নিরাপত্তা প্রহরী	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক	১৩২
৫.	ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর	উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর / সমমান	৬২
৬.	প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/ মিলরাইট/ ইলেকট্রিশিয়ান/ ভি-ইলেকট্রিশিয়ান/ সমমান	ফোরম্যান/ মেকানিক্যাল ফোরম্যান/ ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান	১১
৭.	সহকারী অপারেটর/স্টেভেডর সরদার	অপারেটর	৩৭
	মোট		৮৮৩

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য:

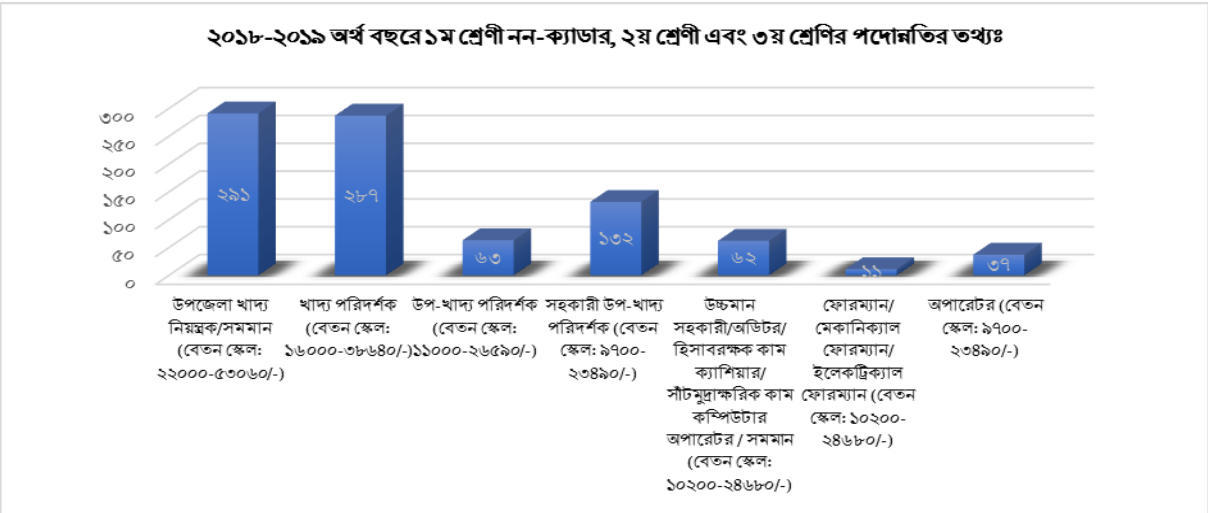

এছাড়া অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের আপগ্রেডেশনের প্রস্তাব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/পদ সৃজনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে যে সকল স্থাপনাসমূহের নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা:

ক্র. নং	স্থাপনার নাম	প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা	সমন্বয়/ স্থানান্তর	নতুন সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা
০১	৮ টি স্টীল সাইলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ)।	৭১৮	০	৭১৮
০২	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ।	১৩	০	১৩
০৩	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।	০৪	০	০৪
০৪	কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার - ডিউটি স্টেশনে ০৬ (ছয়) টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরী।	৬৮	০	৬৮
০৫	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম	০৪	০	০৪
০৬	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ওসমানী নগর, সিলেট	০৪	০	০৪
০৭	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী	০৪	০	০৪
০৮	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, লালমাই, কুমিল্লা	০৪	০	০৪
০৯	সান্তাহার সাইলো, সান্তাহার, বগুড়া	১৫৬	১২৪	৩২
১০	Modern Food Storage Facilities শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদাপ্তরাধীন স্থাপনায় আইসিটি খাতে পদ সৃজন	৩০১	০৮	২৯৩
	সর্বমোট	**১২৭৬**	**১৩২**	**১১৪৪**

৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়কঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের সংস্থাপন শাখা হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগ হতে ০২/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখের ১১০৩ নং স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালার আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাদ্য ভবনে কর্মরত ১-১০ম গ্রেডভুক্ত ০১ (এক) জন কর্মকর্তা ও ১১-২০ গ্রেডভূক্ত ০১ (এক) জন কর্মচারী এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ের ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

(i) মহাপরিচালকের অফিস কক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং নতুন আসবাবপত্র ক্রয়।
(ii) খাদ্য অধিদপ্তরের সপ্তম তলায় সভাকক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, চেয়ার টেবিলসহ আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
(iii) ২য় তলায় সভা কক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, নতুন কনফারেন্স টেবিল ও চেয়ার ক্রয় এবং স্থাপন।
(iv) খাদ্য অধিদপ্তরের ২য় তলায় সভা কক্ষে নতুন সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় এবং স্থাপন।
(v) ২য় তলায় ডেকোরেশনসহ সেবা ডেস্ক স্থাপন এবং ২য় তলায় মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল ডোর স্থাপন।
(vi) খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতি তলায় ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম স্থাপন।
(vii) খাদ্য ভবনের প্রতি তলায় বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন।

৩.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা' ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ১২৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৮ জনকে অব্যাহতি, ১৫ জনকে লঘুদন্ড এবং ৮ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১১তম গ্রেড হতে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আতওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত এ.টি মামলার সংখ্যা (চলমান) ১৫ টি, এ.এ.টি মামলার সংখ্যা (চলমান) ৫ টি, রিট মামলার সংখ্যা (চলমান) ৫৯ টি, সিপিএলএ মামলার সংখ্যা (চলমান) ৫ টি, রিভিউ মামলার সংখ্যা (চলমান) ২টি, কনটেম্পট মামলার সংখ্যা (চলমান) ৭ টি।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		
	অব্যাহতি	লঘুদন্ড প্রাপ্ত	গুরুদন্ড প্রাপ্ত
১২৪	৪৮	১৫	৮

বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য

মামলার ধরণ	মামলার সংখ্যা
এ.টি মামলা	১৫ টি
এ.এ.টি মামলা	৫ টি
রিট মামলা (চলমান)	৫৯ টি
সিপিএলএ মামলা	৫ টি
রিভিউ মামলা	২ টি
কনটেম্পট মামলা	৭ টি

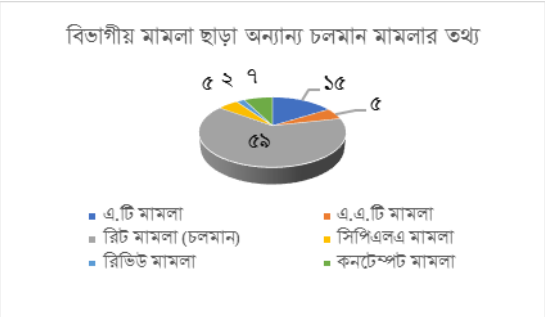

৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতরগ্রেড, সম্মানীভাতা, আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে ২৭ জন কর্মচারীর পিআরএল ও স্বেচ্ছায় অবসর মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২৮ জন কর্মকর্তার পিআরএল মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে ও ৪৫ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ১২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ৩৬টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন দাবী সনদ প্রদান, ২৮ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ৩৫০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানীভাতা প্রদান ও ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর তথ্যাদি

পি আর এল মঞ্জুরী		পেনশন মঞ্জুরী	
অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ
২০৭ জন	২৮ জন	২০৩ জন	৪৫ জন

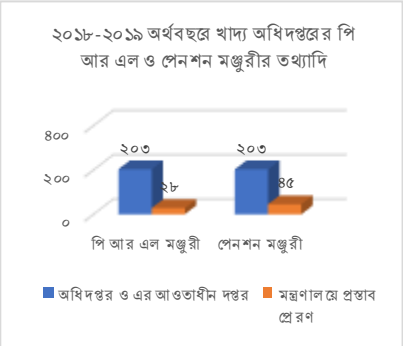

৩.২ প্রশিক্ষণ বিভাগঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের গণকর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা" ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	খাদ্য পরিদর্শকদের (চঃদাঃ) বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, ২০১৮ ৩টি ব্যাচে (২২+২৯+২৭)=	৭৮(আটাত্তর) জন
২.	নন-ক্যাডার খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯ ২টি ব্যাচে (৩৩+২৪)=	৫৭(সাতান্ন) জন
৩.	কারিগরী খাদ্য পরিদর্শকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯ ১টি ব্যাচে (২৯)=	২৯(উনত্রিশ) জন
৪.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স, ৭টি ব্যাচে (২৩+৩২+৩২+৩৩+২৮+২৯+২৮)=	২০৫ (দুইশত পাঁচ) জন
৫.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের iBAS++ BACS বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১ম ও ২য় ব্যাচ, ২০১৮)	১২৫ (একশত পঁচিশ) জন
৬.	অনলাইনে বেতন বিল দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	৫০ (পঞ্চাশ) জন
৭.	অনলাইনে বেতন বিল দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	৭৭ (সাতাত্তর) জন
৮.	"অফিসের কর্ম ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২০১৯ ৩টি ব্যাচে (৩৫+৩২+৩৩)=	১০০ (একশত) জন
	মোট =	**৭২১ (সাতাশত একুশ) জন**

প্রশিক্ষণ বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে বিভিন্ন কোর্সে (ইনহাউজ) খাদ্য বিভাগে ৭২১ (সাতশত একুশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৯টি ব্যাচে ২৮৫৫২.৫ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৪২টি বিভিন্নকোর্স/ কর্মসূচিতে ১৬১ (একশত একষট্টি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও বিদেশ প্রশিক্ষণে ৩ (তিন) জন র্কমর্কতাকে প্রেরণ করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪.০ খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৮-১৯)

দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food)এবং পুষ্টি অবস্থার (Nutritional Status) উল্লেখযোগ্য উন্নয়নসাধিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার এসব মাত্রা মূলত: দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানী, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ের চাহিদাকে হিসেবে নিয়ে দেশের আপামর জনগণের পুষ্টিগত অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে পুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2)- ২০১৬-২০২১ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ:

৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ২০১৮-১৯অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৭৭.৪৬লাখ মে. টন (চাল ৩৬৪.৫৯ লাখ মে. টন এবং গম ১২.৮৭লাখ মে.টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২৭.১০ লাখ মে. টন, আমন ১৩৯.৯৩ লাখ মে. টন, বোরো ১৯৫.৭৬ লাখ মে.টন ও গমের উপাদন ১০.৯৯ লাখ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে। এ হিসাবে মোট চালের উৎপাদন ৩৬২.৭৯ লাখ মে.টন এবং দেশে সর্বমোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৭৩.৭৮ লাখ মে.টন।

সারণী-৪.১:অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৮-১৯		২০১৮-১৯	
	*কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	আবাদ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
আউশ	১১.২৫	২৭.০২	১০.৭৫	২৭.১০
আমন	৫৬.৪৩	১৪১.৩৪	৫৬.৭৯	১৩৯.৯৩
বোরো	৪৮.৪২	১৯৬.২৩	৪৮.৫৯	১৯৫.৭৬
মোট চাল	**১১৬.১০**	**৩৬৪.৫৯**	**১১৬.১৩**	**৩৬২.৭৯**
গম	৩.৯০	১২.৮৭	৩.৫১	১০.৯৯
মোটা খাদ্যশস্য(চাল ও গম)	**১২০.০০**	**৩৭৭.৪৬**	**১১৯.৬৪**	**৩৭৩.৭৮**

সূত্রঃ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।
২) কৃষি মন্ত্রণালয়কর্তৃকপ্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

লেখচিত্র-৪.১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে উস্থাপন করা হলো:

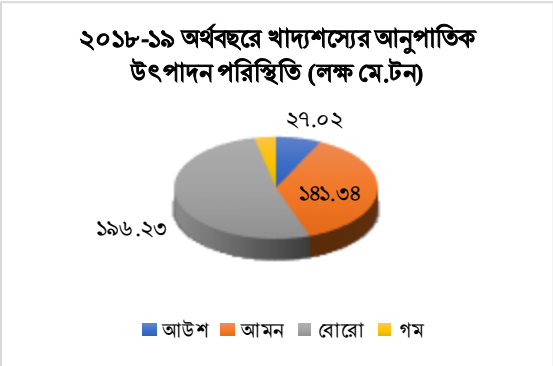

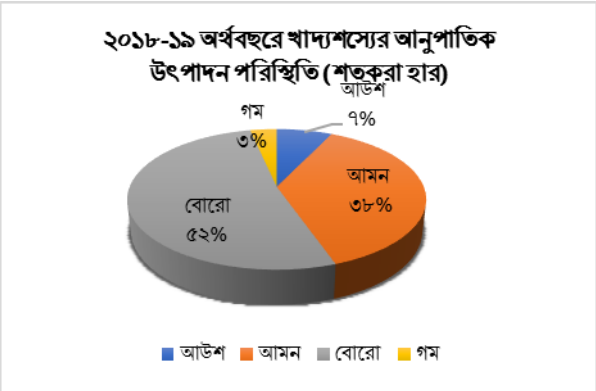

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা।

খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ৬.০০ (চাল ০.৫০ ও গম ৫.০০) লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ০.১৫ লাখ মে.টন চাল ও ৩.৮১ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি বাজেটে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ২৫.৯৪ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৪৯ লাখ মেঃ টন।

৪.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৪.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

গত (২০১৮-১৯) অর্থবছরে (জুলাই/২০১৮-জুন/২০১৯) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী গড় মূল্য পূর্ব অর্থবছরের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় ১৭% ও ১৮%হ্রাস পেয়েছে। জুলাই/১৮ মাসে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী মাসগুলোতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে জুলাই মাসে আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা কম থাকলেও পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণী ৩.২: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৮	৩৭.০৮	৩৪.৭৭	২৫.৩০	২২.৯১	২৫.৩১	২২.৮১
আগস্ট/১৮	৩৬.৪৯	৩৪.১৯	২৫.৬১	২৩.১৪	২৫.৪৮	২৩.০৫
সেপ্টেম্বর/১৮	৩৬.৩২	৩৩.৭৬	২৬.৩০	২৩.৮৭	২৬.৫০	২৩.৯৮
অক্টোবর/১৮	৩৪.৮৩	৩২.৪৭	২৬.৮১	২৪.২৬	২৬.৫৮	২৪.০৩
নভেম্বর/১৮	৩৩.৬১	৩১.২৫	২৬.৯৫	২৪.৪০	২৬.৮৮	২৪.৩৬
ডিসেম্বর/১৮	৩২.৫৭	৩০.২৫	২৬.৫০	২৩.৮৬	২৬.৯৬	২৫.০২
জানুয়ারি/১৯	৩৩.০২	৩০.৮০	২৭.৩৬	২৫.৬২	২৮.১২	২৫.৬৩
ফেব্রুয়ারি/১৯	৩২.৩৮	২৯.৯৫	২৮.১৮	২৫.১১	২৮.০৯	২৫.৬৩
মার্চ/১৯	৩১.৩২	২৮.৭১	২৮.৪২	২৫.৮৩	২৮.০৬	২৫.৫৭
এপ্রিল/১৯	৩০.৬৯	২৮.১৩	২৬.৮৯	২৩.৭৮	২৬.০৬	২৫.০০
মে/১৯	২৯.৭৪	২৭.৪০	২৬.৯৩	২৪.১৭	২৬.৯৬	২৪.৩১
জুন/১৯	২৯.১১	২৬.৬৪	২৬.৪৩	২৩.৯৮	২৬.৭২	২৪.১২
গড়(২০১৮-১৯)	**৩৩.১০**	**৩০.৬৯**	**২৬.৮১**	**২৪.২৪**	**২৬.৮১**	**২৪.৪৬**

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)।

লেখচিত্র-৩.২: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

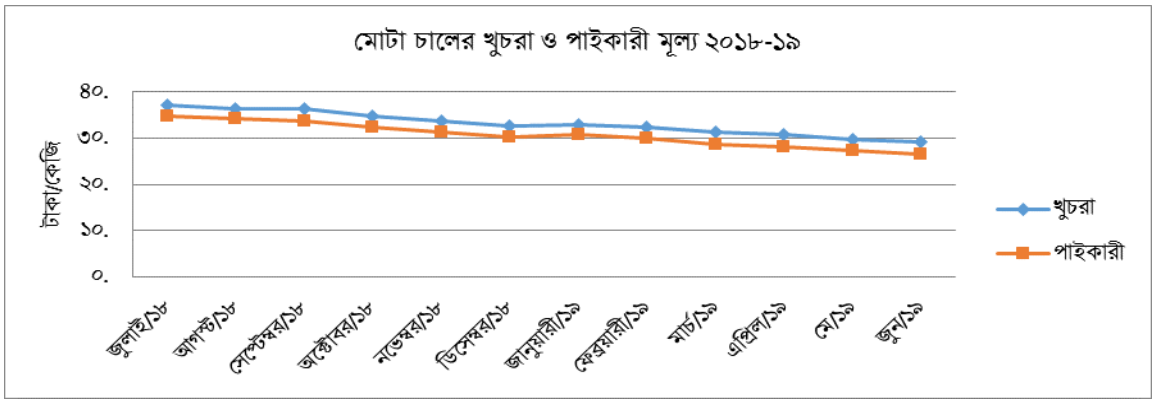

লেখচিত্র-৩.৩: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

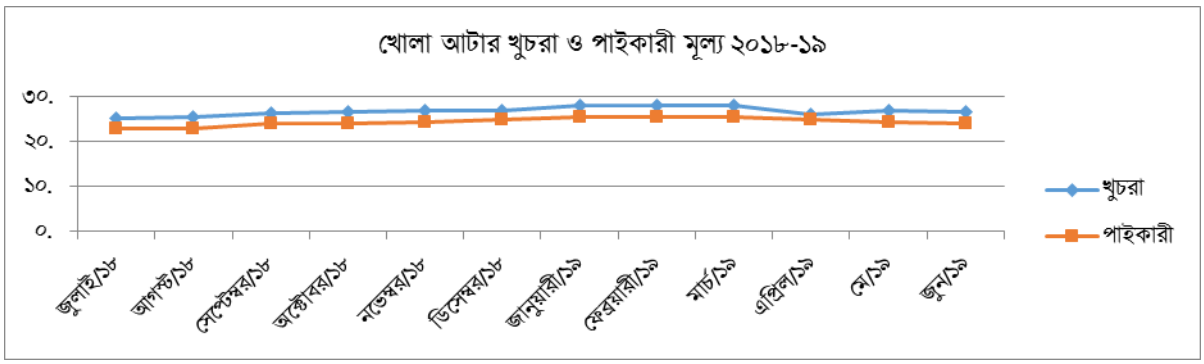

৪.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে (জুলাই/১৮-জুন/১৯) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য দেশ ও প্রকারভেদে হ্রাস বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ভারতে এ চিত্র বিপরীত দেখা যায়। সিদ্ধ চালের (৫% ভাঙ্গা) রপ্তানি মূল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/১৮ মাসের তুলনায় জুন/১৯ মাসে থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ১০%, ১৪% ও৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভিয়েতনাম (আতপ)তা প্রায় ৭% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের লাল নরম গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে, ইউক্রেনীয় গমের মূল্য অপরিবর্তিত ও রাশিয়ান মিলিং গমের মূল্য ১% হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ২: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফওবি ব্যাংকক)	১৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৮	৩৫৩.৬০	৩৫২.৪০	৩৩৩.৬০	৩৫৭.৬০	২০৩.০০	২০২.০০	২০৬.০০
আগস্ট/১৮	৩৬৫.০০	৩৪২.৫০	৩৩৮.৭৫	৩৬০.০০	২২১.০০	২২৬.০০	২২৮.০০
সেপ্টেম্বর/১৮	৩৬২.৭৫	৩৫২.০০	৩৪২.০০	৩৪৯.৫০	২০৩.০০	২১৯.০০	২২২.০০
অক্টোবর/১৮	৩৭৫.৮০	৩৫৫.৬০	৩৪৭.৮০	৩৫৫.০০	২১০.০০	২৩০.০০	২৩২.০০
নভেম্বর/১৮	৪১৬.০০	৩৫৭.৭৫	৩৬৪.২৫	৩৭৬.২৫	২১০.০০	২২৬.০০	২২৯.০০
ডিসেম্বর/১৮	৪২৮.২৫	৩৪৮.০০	৩৮৪.০০	৩৫৭.৫০	২১৭.০০	২৩২.০০	২৩৫.০০
জানুয়ারি/১৯	৪৪৯.৬০	৩৪২.২০	৩৮৬.০০	৪১৬.০০	২১৯.০০	২৩৭.০০	২৪২.০০
ফেব্রুয়ারি/১৯	৩৮৫.৭৫	৩৯৪.২৫	৩৬১.৭৫	৪০০.২৫	২২১.০০	২৪০.০০	২৪৫.০০
মার্চ/১৯	৩৭৫.৮০	৪০৪.০০	৩৭১.৪০	৩৮২.৪০	২০২.০০	২২৮.০০	২২৯.০০
এপ্রিল/১৯	৩৭৬.২৫	৩৭৩.৭৫	৩৭২.৭৫	৩৯০.২৫	১৯৭.০০	২২৩.০০	২২৬.০০
মে/১৯	৩৮৯.২৫	৩৪৮.৫০	৩৮৫.০০	৩৯০.০০	১৯৯.০০	২০৯.০০	২১২.০০
জুন/১৯	৩৮৭.৫০	৩২৯.০০	৩৮০.৫০	৩৮২.০০	২২৩.০০	২০২.০০	২০৩.০০
গড়(২০১৮-১৯)	**৩৮৮.৮০**	**৩৫৮.৩৩**	**৩৬৩.৯৮**	**৩৭৬.৪০**	**২১০.৪২**	**২২২.৮৩**	**২২৫.৭৫**

সূত্র:Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.inf

লেখচিত্র ৩.৪: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

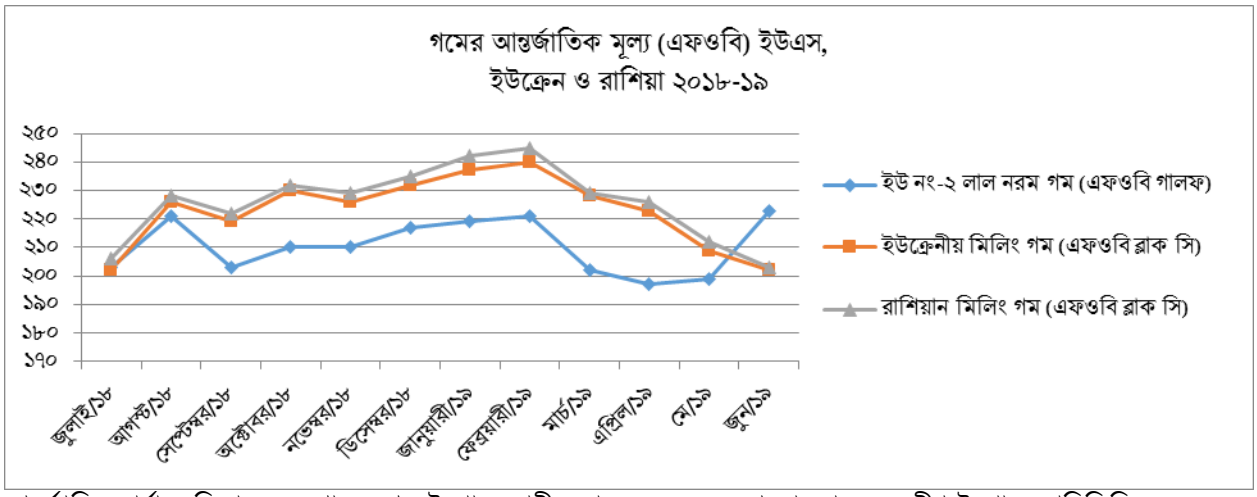

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের গড় মূল্য পূর্ববছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

৫.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও কর্মসূচি, কৃষি গবেষকদের টেকসই ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষি উপাদানের সহজলভ্যতা, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় চার গুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ। সময়ের সাথে পুষ্টির চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার কর্তৃক কৃষি বহুমুখীকরণ নীতি গ্রহণ করায় চাল উৎপাদনের সাথে সাথে অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে ভোক্তাপর্যায়ে সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মৌসুম ভিত্তিক হওয়ায় সকল কৃষক যখন একই সময়ে একই ধরনের ফসল ঘরে তোলে, তখন বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে বেশী।

মৌসুমভিত্তিক ধান/চালের মূল্যস্তরের অস্বাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা, যা কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন' করেছে। খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ জন মন্ত্রী ও ১০ জন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি' ফসল কাটার মৌসুমে ফসল ঘরে তোলার পূর্বেই সভা করে খাদ্যশস্যের (মৌসুম ভিত্তিক ধান/চাল ও গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মূল্য, পরিমাণ এবং সময়সীমা ঘোষণা করে থাকে, যাতে ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে পারেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান খাদ্যশস্যের মূল্য কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি দূর হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকগণ উপকৃত হন। ফলে কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার ক্ষেত্রে এর অবদান অপরিসীম। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হওয়ায় দেশ আজ চাল রপ্তানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি এবং জনসচেতনতার ফলে দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র এসেছে। চালের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সহজলভ্য গমের ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণভাবে গম সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে গমের চাহিদা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম আমদানি করে আসছে।

৫.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৬/- টাকা নির্ধারণপূর্বক ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে আরো দুই দফায় ১.০০ লাখ ও ১.০০ লাখ মে:টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে আমন ২০১৮-১৯ মৌসুমে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৮.০০ লাখ মে:টন। নির্ধারিত সংগ্রহের মেয়াদ ৭ই মার্চ, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৭.৯৯ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি গমের মূল্য ২৮/- টাকা নির্ধারণ পূর্বক ০.৫০ লাখ মে:টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। গম সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ০.৩৯ লাখ মে:টন গম সংগৃহীত হয়। গত ০২/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে এফপিএমসির সভায় ২০১৯ সালের বোরো মৌসুমে (২৫/০৪/২০১৯ থেকে ৩১/০৮/২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত) প্রতি কেজি ২৬/- টাকা মূল্যে ১.৫০ লাখ মে:টন ধান, প্রতি কেজি ৩৬/- টাকা মূল্যে ১০.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩৭/- টাকা মূল্যে ১.৫০ লাখ মে:টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে ধানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লাখ মে:টন থেকে আরো ২.৫০ লাখ মে:টন বাড়িয়ে ধানের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৪.০০ লাখ মে:টন। বোরো সংগ্রহ ২০১৮ মৌসুমে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ০.৮৪ লাখ মে:টন ধান, ৫.৯৬ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ০.৬০ লাখ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে।

৫.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ০.১৫ লাখ মে.টন চাল এবং ৫.৫০ লাখ মে:টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ৩.৮১ লাখ মে:টন গম এবং ০.১৫ লাখ মে:টন চাল বিদেশ হতে আমদানির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। বাজেটে ৫.৫ লাখ মে:টন গমের মধ্যে জিটুজি পদ্ধতিতে ১.০০ লাখ মে:টন এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ০.৭০ লাখ মে:টন সর্বমোট ১.৭০ লাখ মে: টন গম চুক্তি মোতাবেক খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে।

৫.১.৩ বেসরকারি আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫২.৯০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫১.৫৫ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী- ৫.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৭-১৮) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০১৮-১৯ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৭-১৮ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	০.১৫	৩.৮১	৮.৬৪	৪.০৩
	বৈদেশিক সাহায্য	০.৫৫	০.৯৩	০.২২	১.০২
বেসরকারি আমদানি		১.৩৫	৫১.৫৫	৩০.০৭	৫৩.৭৬
সর্বমোট আমদানি		২.০৫	৫৬.২৯	৩৮.৯৩	৫৮.৮১

উৎসঃ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

৫.১.৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যেসব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে, অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরূপ বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে যাতে চাল ও গম আমদানি করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৫.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস)

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অনার্থিক খাতে বিভক্ত।

৫.২.২ আর্থিক খাতঃ

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতিকেজি ১০/- টাকা মূল্যে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭.৪৪ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

খ) খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস):

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্ধ্বগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদরে চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯,০৩১ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২.০৩ লাখ (২.৬৪ মে.টন গমের বিপরীতে) মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

গ) এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য):

চা-সংসদের আওতাভূক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুস্থ শ্রমিকদের মাঝে বছরে ৬ মাস চাল এবং ৬ মাস গম ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪,০৬০ মে.টন চাল ও ৯,৯০২ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

৫.২.৩ অ-আর্থিক খাতে বিতরণ :

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভূক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অনার্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাত ভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

পিএফডিএস খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ

হিসাবঃ মেঃ টনে

খাতসমূহ		বাজেট			০১ জুলাই'১৮ হতে ৩০ জুন'১৯ পর্যন্ত মোট বিতরণ		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	বিশেষ জরুরী (ইপি)	২,১০,০০০	১,৩৭,০০০	৩,৪৭,০০০	২,০১,৭৭৯	১,৩২,২১৪	৩,৩৩,৯৯৩
	অন্যান্য জরুরী (ওপি)	১৬,০০০	৩,০০০	১৯,০০০	১৭,৮৮১	৩,৯৭৭	২১,৮৫৮
	এলইআই	১২,০০০	১১,০০০	২৩,০০০	৪,০৬০	৯,৯০২	১৩,৯৬৩
	ওএমএস	১,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৪,৫০,০০০	৯,০৩১	২,৬৪,০২৭	২,৭৩,০৫৮
	খাদ্যবান্ধব	৭,৪৮,০০০	০	৭,৪৮,০০০	৭,৪৩,৮৩৮	০	৭,৪৩,৮৩৮
উপ-মোট =		**১০,৮৬,০০০**	**৫,০১,০০০**	**১৫,৮৭,০০০**	**৯,৭৬,৫৮৯**	**৪,১০,১২০**	**১৩,৮৬,৭০৯**
অ-আর্থিক খাত	কাবিখা (ত্রাণ, ভূমি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)	১,৪০,০০০	১,১৯,২৩০	২,৫৯,২৩০	২,০১,০২২	১৮,৯৩১	২,১৯,৯৫৩
	ভিজিডি	৩,৬৭,২০০	০	৩,৬৭,২০০	৩,৬৪,৭০৮	০	৩,৬৪,৭০৮
	জিআর	১,২৫,০০০	০	১,২৫,০০০	৫৫,২৬৬	০	৫৫,২৬৬
	ভিজিএফ	৪,২০,০০০	০	৪,২০,০০০	৪,১৬,৩২৪	০	৪,১৬,৩২৪
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (টিআর)	৫০,০০০	৩০,০০০	৮০,০০০	৫৯,১১৭	১৬,৯৬০	৭৬,০৭৮
উপ-মোট =		**১১,০২,২০০**	**১,৪৯,২৩০**	**১২,৫১,৪৩০**	**১০,৯৬,৪৩৭**	**৩৫,৮৯১**	**১১,৩২,৩২৯**
মোট =		**২১,৮৮,২০০**	**৬,৫০,২৩০**	**২৮,৩৮,৪৩০**	**২০,৭৩,০২৬**	**৪,৪৬,০১১**	**২৫,১৯,০৩৭**

পিএফডিএস খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও আর্থিক খাতে বিলি-বিতরণ (বার গ্রাফ)

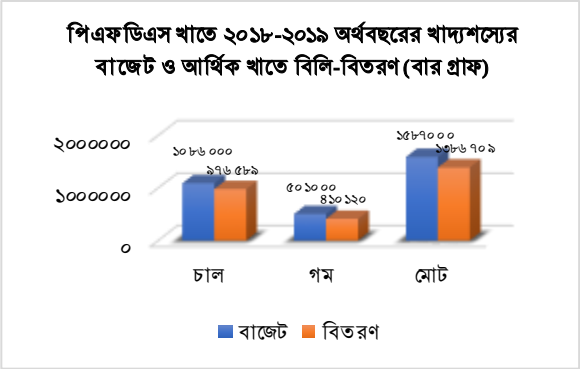

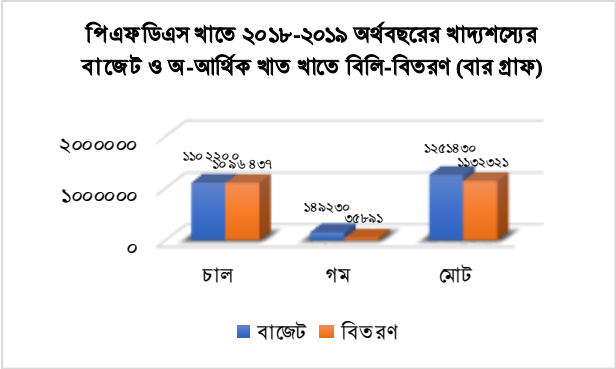

৫.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দরঃ

সুপরিকল্পিতভাবে ২০১৯-২০১৯ অর্থবছরে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর

হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি

মাসের নাম	চাল	আটা
জুলাই/১৮	৩৭.৩৭	২২.৮০
আগস্ট/১৮	৩৭.১৯	২২.৬৮
সেপ্টেম্বর/১৮	৩৭.০৮	২২.৮৩
অক্টোবর/১৮	৩৬.৩৭	২২.৭০
নভেম্বর/১৮	৩৫.২০	২২.৭৩
ডিসেম্বর/১৮	৩৪.১৬	২২.৯৩
জানুয়ারি/১৯	৩৩.৭৩	২৩.৫৮
ফেব্রুয়ারি/১৯	৩৩.০২	২৩.২৪
মার্চ/১৯	৩২.৫১	২৩.৮৪
এপ্রিল/১৯	৩১.৯৫	২৩.৬০
মে/১৯	৩২.২৫	২৪.২৮
জুন/১৯	৩০.৫২	২৩.৫০

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র

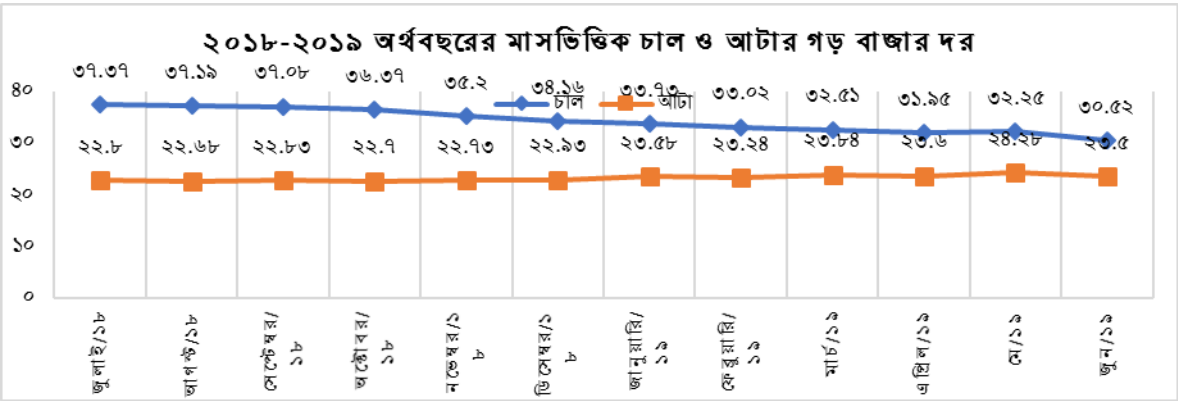

৫.৩ খাদ্যশস্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ ব্যবস্থাপনা

সরকারিখাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলায় অভ্যন্তরীণভাবে জারীকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক চলাচল সূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

সারণি ০১: সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা:

(ধারণক্ষমতা মে.টনে)

ক্রঃনং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৫৮০	৫৩	৬৩৩	১২৭৬৩৫৬	১১৭৯৫৪৪
২	সিএসডি	১১	১	১২	৫১৮১৫২	৪৮৮১৫২
৩	সাইলো	৫	১	৬	২৭৫৮০০	২৭৫০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	১	০	১	১০০০০	১০০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	১	০	১	২৫০০০	১৫০০০
মোট =		৫৯৮	৫৫	৬৫৩	২১০৫৩০৮	১৯৬৭৬৯৬

উল্লেখ্য যে, ১.০৫ লক্ষ মে.টন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের এলএসডি/সিএসডিতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত ৩৬,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহণ:

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য সারাদেশে মোট ২৫১৪ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্মরত আছেন। যার তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি-০২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যাঃ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি)	৬১২
	রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার	০৩
	মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম	০৮
	মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা	২৪
	ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল)	৮০
	ডিবিসিসি, ঢাকা	৫৭
বিভাগীয়	ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা)	১২২
	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম)	৪৬৯
	রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী)	৪১৪
	খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা)	২৭১
	বরিশাল বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, বরিশাল)	৩
জেলা	অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি)	৪০৫
	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি)	৪৮
মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =		২৫১৬

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	সিআরটিসি	৬১২
	রেল	৩
	মেজর ক্যারিয়ার	৩২
	ডিবিসিসি	১৩৭
বিভাগীয়	ডিআরটিসি	১২৭৯
জেলা	আই আর টি সি	৪০৫
	আই বি সি সি	৪৮
মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =		২৬৮১

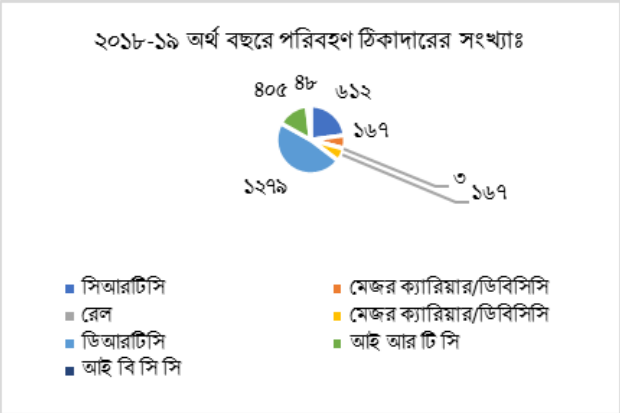

সারণি-৩:২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণঃ

পণ্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট (মে.টন)
চাল (মে.টন)	২৯১৯৯	৩৮৩১০৬	১৫৩৮৪১	**৫৬৬১৪৬**
গম (মে.টন)	৪৭৫৮৯	৩১০১২৫	৩০৩০৭৩	**৬৬০৭৮৭**
মোট (মে.টন)	**৭৬৭৮৮**	**৬৯৩২৩১**	**৪৫৬৯১৪**	**১২২৬৯৩৩**
পরিবহণের হার	**৬.২৬%**	**৫৬.৫০%**	**৩৭.২৪%**	**১০০%**

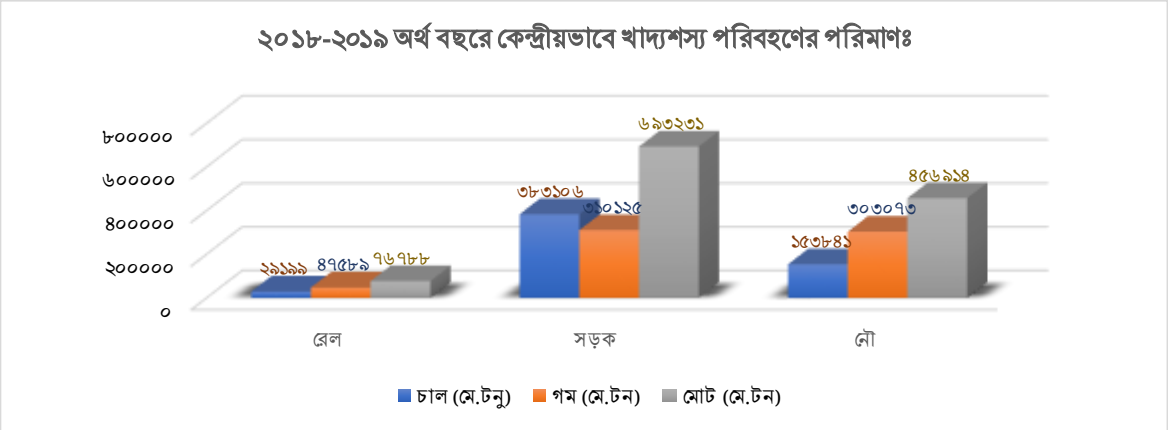

সারণি-৫.৩: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বৈদেশিক ভাবে আমদানীকৃত গম (প্রাপ্তি সাপেক্ষে) পরিবহণের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	সরবরাহকারীর নাম	বিএল পরিমাণ (মে.টন)	প্রাপ্ত পরিমাণ (মে.টন)	পরিবহণ পরিমাণ (মে.টন)
০১	Agrocorp MV Seven Lady	৪৯,২৩৩	৪৮,৩৮৩.০৮৩	৪৮,৩৮৩.০৮৩
০২	Agrocorp MV Trans Time	৫২,৫০০	৫১,৭৫৭.৭৯৭	৫১,৭৫৭.৭৯৭
০৩	Swiss Singapre MV Rohods	৫০,২৫৮.৭১০	৪২,৯৪৮.৭৭১	৪২,৯৪৮.৭৭১
০৪	Aston FFI MV kang man	৫০,৫৫৬.৭৫৮	৫০,১১৮.৪৭৬	৫০,১১৮.৪৭৬
০৫	Agrocorp MV AP sveti vlaho	৫১,৪৫০	৫১,১৭২.৪৯৬	৫১,১৭২.৪৯৬
০৬	Agrocorp MV STC taishan	৫২,৫০০	৫২,১৫৪.৫৩৪	৫২,১৫৪.৫৩৪
০৭	J.K iInternational MV RHL Marta	৪৯,২৩৫	৩৪,৫৫৯	৩৪,৫৫৯
০৮	Agrocorp MV clipper Endeavour	৪৯,৯৮৪	৪৯৫১৪.৭৯৩	৪৯৫১৪.৭৯৩
মোট=		৪০৫,৭১৭.৪৬৮	৩৮০,৬০৮.৯৫০	৩৮০,৬০৮.৯৫০

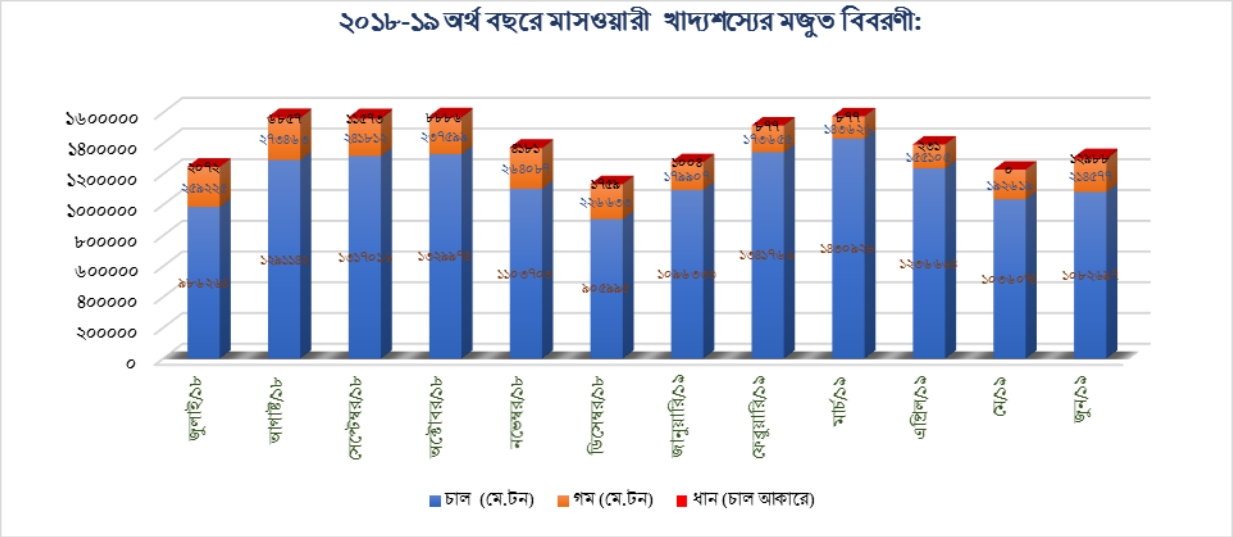

খাদ্যশস্যের পরিবহণ ব্যয়ঃ

সারণি-৫.৩: বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে সারাদেশে খাদ্যশস্যের পরিবহণ ব্যয়ঃ

ক্রঃনং	অর্থ বছর	খাদ্যশস্যের পরিবহণ ব্যয় (হাজার টাকায়)
০১	২০১৪-২০১৫	২১৪,৭৫,১৭
০২	২০১৫-২০১৬	২০৫,৫২,৮৫
০৩	২০১৬-২০১৭	২০২,০০,৬৫
০৪	২০১৭-২০১৮	২৫০,৪৮,৭৭
০৫	২০১৮-২০১৯	২৩৬, ৮০,৭৭

৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুতঃ

০১ জুলাই ২০১৮ তারিখে খাদ্যশস্যের মজুত ছিল সর্বমোট ১২.৪৭ লাখ মেঃ টন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুত ছিল ১৫.৭৫ লাখ মেট্রিক টন (মার্চ ২০১৯) যার মধ্যে চাল ১৪.৩০ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ১৪.৩৬ লাখ মেট্রিক টন, ধান ৮৭৭ মেট্রিক টন (চাল আকারে) এবং সর্বনিম্ন খাদ্যশস্য মজুত ছিল ১১.৩৪ লাখ মেট্রিক টন (ডিসেম্বর ২০১৮) যার মধ্যে চাল ৯.০৫ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ২.২৬ লাখ মেট্রিক টন।

সারণি-৪: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত বিবরণী:

মাস	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	ধান (চাল আকারে)	মোট (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
জুলাই/১৮	৯৮৬২৬৪	২৫৯২২৫	২০৭২	১২৪৭৫৬১
আগষ্ট/১৮	১২৯১১৪২	২৭৩৪৬৩	৬৮৫৭	১৫৭১৪৬১
সেপ্টেম্বর/১৮	১৩১৭০১৬	২৪১৮১২	১১৫৭৩	১৫৭০৪০১
অক্টোবর/১৮	১৩২৯৯৭৪	২৩৭৫৯৯	৮৮৮৬	১৫৭৬৪৫৯
নভেম্বর/১৮	১১০৩৭০৩	২৬৪০৮৭	৪১৮১	১৩৭১৯৭১
ডিসেম্বর/১৮	৯০৫৯৯৫	২২৬৬৩৩	১৭৫৯	১১৩৪৩৮৭
জানুয়ারি/১৯	১০৯৬৩৩৩	১৭৯৯০৭	১০০৪	১২৭৭২৪৩
ফেব্রুয়ারি/১৯	১৩৪১৭৬৬	১৭৩৬৫৫	৮৭৭	১৫১৬২৯৯
মার্চ/১৯	১৪৩০৯২৮	১৪৩৬২৬	৮৭৭	১৫৭৫৪৩১
এপ্রিল/১৯	১২৩৬৬৬৪	১৫৫১০৫	২৩১	১৩৯১৯৯৯
মে/১৯	১০৩৬০৭৪	১৯২৬১৯	০	১২২৮৬৯৩
জুন/১৯	১০৮২৬৯৭	২১৪৫৭৭	১২৯৮৮	১৩১০২৬১

৫.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদানঃ

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে WFP, CARE, TCB, TCB, ACFও প্রত্যাশা বাংলাদেশসহ মোট ০৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট রাজস্ব অর্জন-১,৮০,২৮,৮৬৪/- (এক কোটি আশি লাখ আটাশ হাজার আটশত চৌষট্টি) টাকা।

বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য:

(হিসাব মে.টনে)

সংস্থার নাম	গুদামের সংখ্যা	ধারণক্ষমতা
WFP	১০	১০,০০০
TCB	৪	২,০০০
ACF	১	১,০০০
CARE	২	১,০০০
প্রত্যাশা	১	৫০০
মোট=	১৮	১৪,৫০০

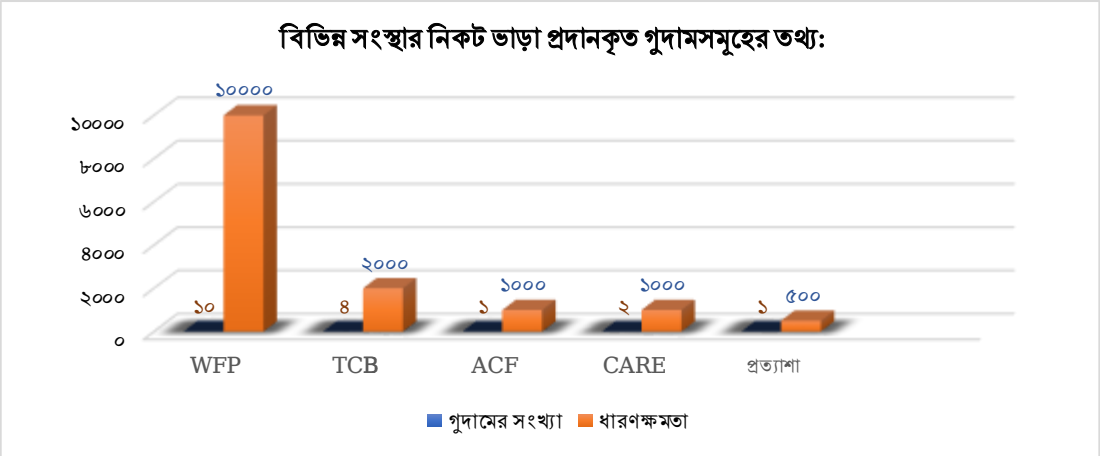

৫.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়ঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আশুগঞ্জ সাইলোর সাব-স্টেশনের জন্য ৩৯,৪৬,৮০০.০০ (উনচল্লিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশত) টাকা ব্যয়ে ১টি ১১ কেভি HT Switch Gear, ১টি LT Switch Gear ও PFI প্লান্টসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে।

৫.৩.৫ রেল সাইডিং মেরামতঃ

সারণি-৯: যে সব সংস্থাপনে রেল সাইডিং মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	সংস্থাপণের নাম	কাজের ধরণ	বাজেটের পরিমাণ(টাকা)
০১	আশুগঞ্জ সাইলো, বি-বাড়িয়া	নতুন রেল সাইলো স্থাপন	------
০২	হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রাম	রেল সাইডিং মেরামত	-------
০৩	খুলনা সিএসডি, খুলনা	রেল সাইডিং মেরামত	৮,৮০,৩৫,১৭৬.৭৩
০৪	মহেশ্বরপাশা সিএসডি, খুলনা	রেল সাইডিং মেরামত	১০,৯১,৭৫,৮১৮.২৪
		মোট=	১৯,৭২,১০,৯৯৫.০৭

৫.৩.৬ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারিঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির জন্য Software প্রস্তুত করা করেছে। উক্ত Software এর মাধ্যমে শীঘ্রই খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির কার্যক্রম শুরু হবে।

৫.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা কার্যক্রম

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

৫.৪.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণঃ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ২৪৯টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ১১৬৭টি সহ সর্বমোট ১৪১৬টি খাদ্যশস্যের নমূনা পরীক্ষা করা হয়।

৫.৪.২ নতুন লিফট ক্রয়ঃ

খাদ্য ভবনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ০১ (এক) টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজের জন্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে লিফট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ২নং লিফটি অতি পুরাতন হওয়ায় নতুন লিফট ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৫.৪.৩ ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ঃ

খাদ্য শস্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৪০০ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ১৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৬৬ নং স্মারকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়। গত ১৩/০৮/২০১৮ খ্রি: তারিখের ৭৪৩ নং স্মারকে নমুনা পরীক্ষণের জন্য BRTC, BUET এ পত্র প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সে মোতাবেক ময়েশ্চার মিটার তেজগাঁও সিএসডিতে সরবরাহ ও গ্রহণের পর সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে বন্টন করা হয়েছে।

৫.৪.৪ কীটনাশক ক্রয়ঃ

সারাদেশের খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর কীটনাশক ক্রয় করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১০৫৫ নং স্মারকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫ (পনের) মে.টন এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) এবং ১২,০০০ (বার হাজার) লিটার পিরিমিফস মিথাইল তরল ৫০ ইসি কীটনাশক ক্রয় করা হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী উভয় প্রকার কীটনাশক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪.৫ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়ঃ

২০০ (দুইশত) টি গ্যাস প্রুফ শীট (GP Sheet) ক্রয়ের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৫১৭ নং স্মারকে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়। সরবরাহ আদেশ মোতাবেক গত ০৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ২০০টি গ্যাস প্রুফ শীট কেন্দ্রীয় কীট নিয়ন্ত্রণ স্টোরে সরবরাহ করা হয়েছে। গত ১২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১১৯৫ নং স্মারকে নমুনা বিআরটিসি, বুয়েটে প্রেরণ করা হয় এবং গত ২৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পরীক্ষণ ফলাফল অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। নমুনার পরীক্ষণ ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় গ্যাসপ্রুফ শীট গ্রহণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

৫.৪.৬ আনলোডার ক্রয়ঃ

চট্টগ্রাম সাইলোতে জাহাজ হতে খাদ্যশস্য দ্রুত খালাসের লক্ষ্যে বিদ্যমান পুরাতন আনলোডারের স্থলে ঘন্টায় ২০০ মে.টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন Pneumatic Mobile Ship Unloader প্রতিস্থাপনের জন্য VIGAN Engineering, Belgium এর সাথে ২৯,৪১,০০০ (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার) ইউরো মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে ঘন্টায় ২০০ মে.টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ফিক্সড টাইপ শীপ আনলোডার প্রতিটি ২৫,২৯,০২৬.০০ ইউরো দরে সর্বমোট ৫০,৫৮,০৫২.০০ ইউরো মূল্যে ক্রয়ের জন্য VIGAN Engineering, Belgium এর সাথে যথাক্রমে গত ০১/০১/২০১৮ এবং ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। Unloader প্রতিস্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে (PSI) সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৪.৭ কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ

এলএসডি, সিএসডি ও সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পিস উডেন ডানেজ ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) এর সঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬৫০ নং স্মারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। গত ৩১/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০০০ পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৪.৮ ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৮টি ডিজিটাল ওয়েব্রীজ স্কেল এবং ১০০০টি ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়ের জন্য গত ১৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, বাংলাদেশ নেভি, সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে ৪৩.২০ কোটি টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন/২০১৯ মাসে ১০০০টি ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে এবং স্কেলের চুক্তিমূল্য অর্থাৎ ৩১.৫০ কোটি টাকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে।

৫.৪.৯ স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতঃ

খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় সাইলো, সিএসডি ও এলএসডিসমূহে অবস্থিত স্কেলসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল প্লাটফরম, ডিজিটাল ট্রাক স্কেল ও মেকানিক্যাল স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম চলমান আছে।

৫.৪.১০ নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, গভীর নলকূপ স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত নতুন নির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) নতুন নির্মাণ কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক নতুন নির্মাণের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৯টি নতুন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে ১৮টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১৮টি কাজের মধ্যে ৮টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ৯টি কাজের গড় অগ্রগতি ৪৮.৩৩%। অবশিষ্ট ১টি কাজের দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এসব কাজের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন, অন্যান্য অফিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, দারোয়ার কোয়ার্টার, আরসিসি রাস্তা ও সীমানা প্রাচীরনির্মাণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

(খ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২৫টি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ২৫টি কাজের মধ্যে ৭টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবশিষ্ট ১৮টি কাজের গড় অগ্রগতি ৭২.২৫%। এসব মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের মধ্যে এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৬.০ উন্নয়ন

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

৬.১ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৪৮টি এবং ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৭৩টি এবং ১০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ২০টি গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মোট ধারণক্ষমতা ৫৬,৫০০ মে.টন। জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮২%। প্রকল্পটি আগামী ৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত হবে।

৬.২ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১৯১৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ ধারণক্ষমতার ৮টি আধুনিক গ্রেইন সাইলো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ (পাঁচ) লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০৫/২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। জুন/২০১৯ পর্যন্ত ১৫টি জেলার ৪৬টি উপজেলায় ৩৫০,০৩১টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি Testing Laboratory নির্মাণের কাজ ৩৬% সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪৬%। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০২০।

৬.৩ সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প গত ১০/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক-এ অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৬৮৭.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৫০টি বিভিন্ন ধারণক্ষমতার গুদাম মেরামত করা হবে। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি খাদ্য পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ৭২৫টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের মোট ব্যয় ছিল ১৪.৮৯ কোটি টাকা।

৭.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম

৭.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৭.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলোঃ

ব্যয় বাজেট (২০১৮-১৯)

(হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০১৮-১৯		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৪৮৯,৫৯,১৬	৫৪৯,৫৭,১৪	৪৭১,৭৩,৯৭
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	১৪৭৩৫,৭২,৬১	১৪৫১৮,০১,৭০	১৩১০২,৭৫,৪৮
মোট-অনুন্নয়ন ব্যয় :	১৫২২৫,৩১,৭৭	১৫০৬৭,৫৮,৮৪	১৩৫৭৪,৪৯,৪৫
উন্নয়ন ব্যয়	৭১৯,২১,০০	৬৩৫,৭৩,০০	৬১৭,৪১,৪৫
মোট-(অনুন্নয়ন + উন্নয়ন) :	১৫৯৪৪,৫২,৭৭	১৫৭০৩,৩১,৮৪	১৪১৯১,৯০,৯০

প্রাপ্তি বাজেট (২০১৮-১৯) (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪
খাদ্য অধিদপ্তর	২১,৫৫,০০	৩৫,৮২,০০	৫১,৭২,৭৫

৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৮-১৯) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:

খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৮-১৯

সংগ্রহ

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি	০	৩৩৫০.২০	০	৩০৫১.২৯
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	১.২৮ (চাল-০.৪২ গম-০.৮৬)	৪২৭.১৪	১.৩৮ (চাল-০.৫৬ গম-০.৮২)	৫১১.৩০
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	৬.০০ (চাল-০.৫০ গম-৫.৫০)	১৫৪২.২৮	৩.৯৬ (চাল-০.১৫ গম-৩.৮১)	১০৪৭.৫৪
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	২১.৮১ (চাল-২১.৩১	৮২৪৬.৮৬	২৪.২৩ (চাল-২৩.৮২	৭৭৮২.২৭

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
	গম-০.৫০)		গম-০.৪১)	
পরিচালন ব্যয়	০	৯৫১.৫৪	০	৭১০.৩৬
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৫৪৯.৫৭	০	৪৭১.৭৪
মোট=	২৯.০৯ (চাল-২২.২৩ গম-৬.৮৬)	১৫০৬৭.৫৯	২৯.৫৭ (চাল-২৪.৫৩ গম-৫.০৪)	১৩৫৭৪.৫০

বিতরণঃ

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	১০.৮৬	১০৭১.০০	৯.৭৭	৭৯১.৩২
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৫.০০	৫৩৮.০০	৪.১০	৪২০.৫৪
কাবিখা (চাল)	১.৪০	৬০৭.০০	২.০১	৮৭১.২৪
কাবিখা (গম)	১.১৯	৩৫৮.০০	০.১৯	৫৬.৮৩
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	৯.৬২	৪১৭০.০০	৮.৯৫	৩৮৮০.৭৩
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	০.৩০	৯০.০০	০.১৭	৫০.৯১
ভর্তুকি	০	৪৬০০.০০	০	৪২৮২.৯৭
মোট	২৮.৩৭	১১৪৩৪.০০	২৫.১৯	১০৩৫৪.৫৪

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭.২ নিরীক্ষা

৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগঃ

সফল সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জন গুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতাসহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্য শস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুইভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

৭.২.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠনঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ২৯ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠ পর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত ১ (এক) জন সুপারিনটেনডেন্টকে প্রধান করে নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়ে থাকে। কিন্তু ১১ টি সুপারিনটেনডেন্ট ও ৪১টি অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

সারণি-০১। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ। (কোটি টাকায়)

২০১৮-১৯	৬৪	০৬	২২	৪০২	৯৯৫	৮.৬৯

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন ।

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /১৮) = ৪১৮৭১ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ৯৯৫	১১০০.৭০ ৮.৬৯	১৯৯	১৬৬০	১২.০৯	৪১২০৬	১০৯৭.৩০
মোট = ৪২৮৬৬	১১০৯.৩৯					

৭.২.৩ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারঃ

রুপকল্প' ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, তথ্যাদি আপলোড, রিপোর্টিং ও জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করণের জন্য বিভাগ/জেলা কার্যালয় দপ্তর প্রধান ,ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অডিট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

৭.৩ বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আনয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৮ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনীজের (৩০/০৬/১৯ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অথ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৮,৬৩১	৪,৩৯,৪৯১.৩৯	২৭২	১৬৯২.০২	৭৪৬	৯,৬৯৪.৯৩	১৮,১৫৭	৪,৩১,৪৮৮.৪৮

৭.৩.১ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপণার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে আঠার হাজারে। এই আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনু-বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

৭.৩.২ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তিঃ

দ্বি-পক্ষীয় সভাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠার হাজার একশত সাতান্নটি আপত্তির মধ্যে ১৩,৯৮৩টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বি-পক্ষীয় অডিট কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ অনুচ্ছেদভূক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে ।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	দ্বি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সভা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সভা	২০১৭-১৮ আলোচিত আপত্তি	২০১৮-১৯ আলোচিত আপত্তি	২০১৭-১৮ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০১৮-১৯ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৭	২৮	৫৮৯	৭৮৪	৫১৩	৬৭৭

ত্রি-পক্ষীয় সভাঃ

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। নিম্নোক্ত লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সভা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সভা	২০১৭-১৮ আলোচিত আপত্তি	২০১৮-১৯ আলোচিত আপত্তি	২০১৭-১৮ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০১৮-১৯ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	২৫	২১	৫৪৯	৪৮৩	৪১২	৩৫৭

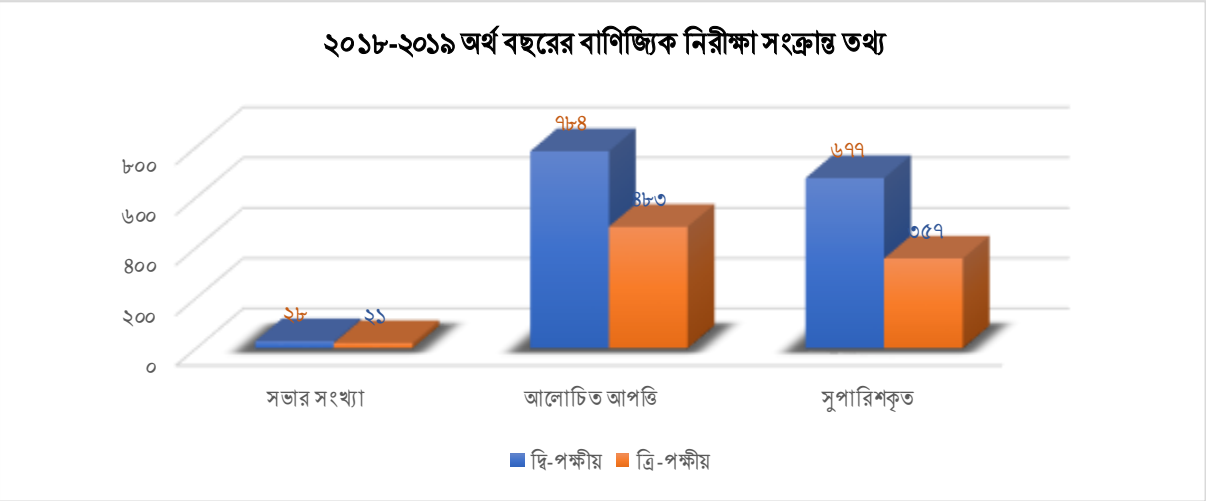

৮.০ আইসিটি কার্যক্রম

৮.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তক নিম্নে বর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় ও স্থাপন

	খাদ্য ভবন	মাঠ পর্যায়ের স্থাপনা	মন্তব্য
কম্পিউটার	১৪১	৬৫	• ই-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের এবং মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সমূহের জন্য কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয়, ক্রয়ের জন্য অনুমোদন ও অর্থমঞ্জুরী দেওয়া হয়।
ল্যাপটপ	০২	-	
প্রিন্টার	০৭	৬৭	
স্কেনার	০২	৬৫	
ইউপিএস		৬৫	
নতুন কম্পিউটার গুলোতে Network সংযোগস্থাপন করা হয়েছে।			

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

- খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে ২৫টি কম্পিউটার সজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।
- উক্ত কম্পিউটারসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়।

ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন

- খাদ্য ভবনেমোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ পেতে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Food Storage and Market Monitoring System) FS&MM&S: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের Sub-Component B2 এর আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং দেশব্যাপী অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

Movement Programming Software (Least Cost Route): খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের আওতায় Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রমে Least Cost Route এর উপর ভিত্তি করে Movement Programming Software প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়ারটির উপর পরিচালন প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, চসসা বিভাগ উক্ত সফটওয়ারটি ব্যবহারের মাধ্যমে চলাচল সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, স্কেনার, প্রিন্টার, ইউপিএস) স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনফো সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া Modern Food Storage Facilities Project প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের খাদ্য

গুদামসহ সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের মাধ্যমে মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় ধান সংগ্রহ কার্যকম পরীক্ষামূলকভাবে উক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য LICT প্রকল্প কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করা হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ব হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ): খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সফটওয়ারের ব্যবহার শুরু করলেও মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচরীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না হওয়ায় মাঠ-পর্যায়ের এখনো বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি। অচিরেই মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অডিট নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

ই-ফাইলিং সিস্টেমঃ খাদ্য অধিদপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসমূহেও পর্যায়ক্রমে ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd (ডিজিফুড.বাংলা) জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্স রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে তথ্য পাওয়া সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

৮.২ ইনোভেশন কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তর সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র-১: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইনোভেশন শোকেসিং কার্যক্রম।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য
১	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি মনিটরিং	বাস্তবায়িত
২	ও এম এস কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন	বাস্তবায়িত
৩	নিরাপদ সাইলো (সাইলোতে দূর্ঘটনা নিরোধক ব্যবস্থাপনা ফরমের মাধ্যমে দায়িত্বরত ফোরম্যান/সুপারভাইজার অথবা দায়িত্বরত ব্যক্তির সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।)	বাস্তবায়িত
৪	প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ	বাস্তবায়িত
৫	খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা	বাস্তবায়িত
৬	যানবাহন ট্রাকিং সিস্টেম	বাস্তবায়িত

৯.০ খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

৯.১ খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নঃ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিশেষ পর্যায়ে নারীর হাতেই কৃষির পত্তন ঘটে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কম থাকলেও বর্তমানে দেশে শিল্পায়ন ও প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতেও খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর অংশগ্রহণ তথা ক্ষমতায়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কারণে নারীর কর্মসংস্থান, পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব বাড়ছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন শক্তিশালী হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষিতে পুরুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী হলেও বর্তমানে নারীর অংশগ্রহণে তা বিপরীত ধারার দিকে ধাবমান। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য বিভাগে নারী কর্মকর্তাগণও জেলা, উপজেলা ও সরকারি খাদ্য গুদামের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমানে খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মূলত গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক শিক্ষার কারণে। সেই সাথে নারীদের প্রাত্যহিক খাদ্যে ক্যালরির প্রাপ্যতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। খাদ্যের সুষম ও পুষ্টিগুণ এবং পরিবারের সদস্যদের বয়স বিবেচনায় দৈনিক খাদ্য তালিকায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

খাদ্য বিভাগ মহিলা, শিশু, অক্ষম ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন খাতের মাধ্যমে গ্রামে ও শহরে দরিদ্র মানুষের নিকট স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহ করে খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করছে। মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিবেচনায় এনে পুষ্টি চাল বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্য বিভাগের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীতে নারী প্রধান নিম্ন আয়ের গ্রামীণ পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে সুবিধাভোগী হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় খাদ্যের অনুপুষ্টির স্বল্পতা দূর করার জন্য বর্তমানে ৩৫টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সুবিধা মহিলা ও শিশুদের মাঝে দৃশ্যমান হওয়ায় তা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করার কাজ চলছে। খোলা বাজারে চাল বিক্রি করার ক্ষেত্রেও নারীর সুবিধা বিবেচনা করা হচ্ছে।

৯.২ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও খাদ্য নিরাপত্তাঃ

বৈশ্বিক উষ্ণতা পৃথিবী নামক গ্রহের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। নগরায়ন, শিল্পায়ন, জৈব জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সমতল ভূমি অধিক উঁচু না হওয়ায় এটি এখন বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছর এদেশে ঝড় জলোচ্ছ্বাস, আগাম বা বিলম্ব বন্যা, অপ্রত্যাশিতভাবে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানি হচ্ছে। প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। ফলে বাংলাদেশ চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বর্তমানে হাওড় ও উপকূল অঞ্চলের জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় খাদ্য আমদানি করে ঘাটতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে ফসল রক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা দূরুহ হবে। সুপেয় পানির স্বল্পতা ক্রমশই কমছে। ফলে ধান উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির যোগান দেয়াও দুষ্কর হবে।

তাই জমির উর্বরতা রক্ষা ও তা টেকসই করার জন্য জৈব সার তৈরী ও ব্যবহার জোরদার করতে হবে। ধানের চেয়ে অনান্য ফসল উৎপাদনে পানির প্রয়োজন হয় কম। তাই ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদনের ধারা দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ ভাল কৃষি অনুশীলনে (Good Agricultural Practice, GAP) নজর দেয়া প্রয়োজন।

বৈশ্বিক উষ্ণতার ধারা বিবেচনায় এনে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণকল্পে খাদ্য বিভাগ বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৫,৩৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি স্টীল সাইলো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় স্টীল সাইলোগুলোতে খাদ্যশস্য দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হবে। এছাড়া, খাদ্য বিভাগ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালে যাতে দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সে লক্ষ্যে উন্নত সরকারি খাদ্য গুদাম, সাইলো নির্মাণের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় উপকূলীয় ও দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় পরিবার ভিত্তিক বিশেষভাবে তৈরী ৫ লাখ পারিবারিক সাইলো সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং বন্যা, জলোচ্ছাসে তাদের খাদ্যশস্য বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

১০.০ শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DPM	Direct Procuring Method
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FAQ	Fair Average Quality
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FOB	Free on Board
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and Nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services

INFS	Institute of Nutrition & Food Science
IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LICT	Leveraging ICT
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
NOA	Notification of Award
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম

চিত্র-৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বোরো চাল সংগ্রহ কার্যক্রম।

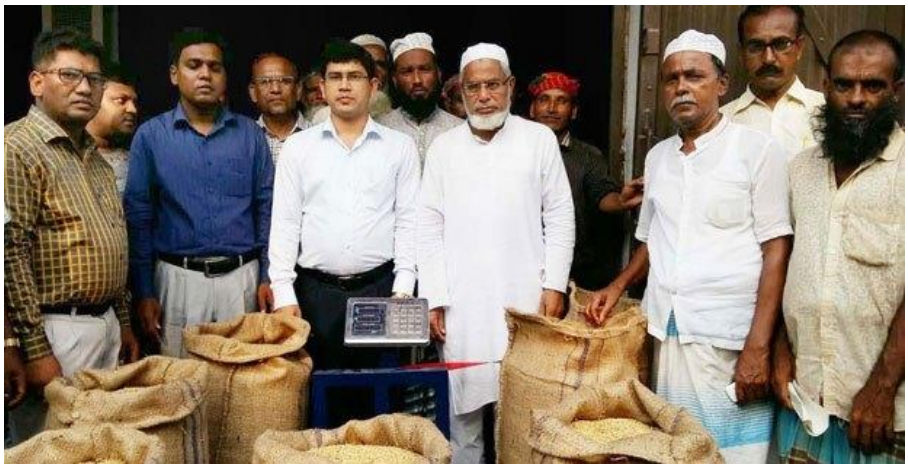

চিত্র-১: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম।

চিত্র-২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১.০৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প।

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম

চিত্র-৪: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ওএমএস কার্যক্রম।

চিত্র-৫: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হতদ্ররিদ্রের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রম।

চিত্র-৬: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন মেলা কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- আহবায়ক	
২।	জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, উপ-পরিচালক (চপরেস), চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৩।	জনাব মুঃ রকিবুল হাসান, উপ-পরিচালক, পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ সাইফুল কাবির খান, উপ-পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৫।	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৬।	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, উপ-পরিচালক, সরবরাহ বন্টন ও বিপনন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৭।	জনাব মোঃ সাহিদার রহমান সহকারী উপ-পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৮।	জনাব এইচ এম নজরুল ইসলাম, সহকারী উপ-পরিচালক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৯।	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সহকারী উপ-পরিচালক, তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
১০।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য সচিব	

-:সহযোগিতায়ঃ-

১।	জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, খাদ্য পরিদর্শক সংযুক্তিঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	কম্পিউটার মূদ্রণে	
২।	জনাব শংকর চন্দ্র রায়, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, সংযুক্তিঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	কম্পিউটার মূদ্রণে	
৩।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	প্রচ্ছদ অলংকরণে	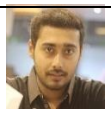

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

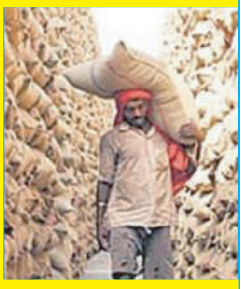

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd